রেল বার্তা

দমদম স্টেশন থেকে ৩টি ব্যাগ উদ্ধার, পরে খোঁজ মিলল মালিকের

স্টাফ রিপোর্টার: সম্প্রতি দমদম মেট্রো স্টেশনের ডাউন প্লাটফর্মে কর্মরত এক আরপিএফ কনস্টেবল একটি ট্রলি ব্যাগ, একটি লাগেজ ব্যাগ ও একটি হ্যান্ড লাগেজ ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাগগুলির দাবিদারের খোঁজ করেন। কিন্তু ব্যাগগুলির কোনও দাবিদার পাওয়া না যাওয়ায় সেগুলি দমদম মেট্রো স্টেশনের আরপিএফ বুথে আনা হয়।

পরে এক যাত্রী ও শিশু ও স্ত্রী সহ আরপিএফ বুথে এসে তাদের ব্যাগ হারিয়ে গেছে বলে রিপোর্ট করেন। ওই যাত্রী জানান, তারা দমদম স্টেশনে মেট্রো রেলের ডাউন প্লাটফর্মে নামেন। কিন্তু কোচের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ব্যাগগুলি নামাতে পারেননি। ফলে তাঁরা বেলগাছিয়া স্টেশন থেকে আপ ট্রেনে দমদমে ফিরে আসেন। আরপিএফ উপযুক্ত তদন্তের পর প্রকৃত দাবিদারের হাতে সেগুলি তুলে দেন।

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর বাবদ বিলের নথি প্রকাশের নির্দেশ কেন্দ্রকে

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : এয়ার ইন্ডিয়ার চার্টার্ড বিমানে ২০১৩-২০১৭ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী যাঁরা ছিলেন, তাঁদের একাধিক বিদেশ সফরের পিছনে কত অর্থ খরচ হয়েছে, সে সংক্রান্ত যাবতীয় নথি বিদেশ মন্ত্রককে প্রকাশ করার নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন। ওই নথি চেয়ে আবেদন করেছিলেন কমোডর (অবসরপ্রাপ্ত) লোকেশ বাত্রা। তিনি প্রধানমন্ত্রীর উড়ানসংক্রান্ত বিল, ইনভয়েস এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছেন। বাত্রা যে সময়ে প্রধানমন্ত্রীদের বিদেশ সফরের খরচ জানতে চেয়েছেন, সেই সময়কালে দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন প্রথমে মনমোহন সিং এবং পরে প্রধানমন্ত্রী হন নরেন্দ্র মোদী।

বিদেশ মন্ত্রক প্রথমে এ নিয়ে দায়সারা উত্তর দেয়। মন্ত্রকের তরফে এক মুখপাত্র বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরে বিমান ভাড়ার ব্যাপারে বায়ুসেনা ও এয়ার ইন্ডিয়ার দেওয়া বিলের পরিমাণ রেফারেন্স নম্বর, তারিখ সবই নানা জায়গার বিভিন্ন ফাইলে ছড়িয়ে আছে। আবেদনকারীর দাবি মেনে সেসব একত্রে জড়ো করতে গেলে প্রচুর নথি এবং ফাইলপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে। এটা একদিনের কাজ নয়, অল্প লোকেরও কাজ নয়। বহু মানুষকে এজন্য পরিশ্রম করতে হবে।

কিন্তু মন্ত্রকের এই বক্তব্য মানতে নারাজ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আর কে মাথুর। শুনানির সময় বাত্রা জানান, বিদেশ মন্ত্রক তাঁকে অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়েছে। তারপরই তিনি কমিশনের দ্বারস্থ হন। প্রসঙ্গত, তথ্য কমিশন আইন সংক্রান্ত বিষয়ে এই কমিশন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। ওই বিল মেটানোর বিষয়টি কী অবস্থায় আছে, সরকারের কোন স্তরে আটকে রয়েছে, তা দেশবাসীর সামনে আনতে চান বলে জানান বাত্রা। বাত্রার দাবি, এয়ার ইন্ডিয়া অর্থাভাবে ধুঁকছে। ফলে প্রধানমন্ত্রীদের বিদেশ সফরের বিলের টাকা মেটাতে দেরি হলে তার সুদ বেড়ে যাবে, শেষ পর্যন্ত তা পরিশোধ করতে হবে জনগণের করের টাকায়। বাত্রার দাবি, জাতীয় সুরক্ষার কারণ দেখিয়ে এইসব নথিপ্রকাশ বন্ধ রাখা যায় না।

কারণ এয়ার ইন্ডিয়ার পরিষেবার পরিবর্তে গ্রাহকদের অর্থ মেটানোর দায় থাকে। সব পক্ষের বক্তব্য শুনে কমিশনার মাথুর বলেন, বকেয়া মিটিয়ে দিতে গেলেও সব বিল, ইন ভয়েস খুঁজে বের করে এক জায়গায় আনতে হবে। সে কাজ করতে বহু লোকের প্রয়োজন। তাঁরা এই কাজ শুরু করলে অন্য কাজ করতে পারবেন না বলে যে দাবি মন্ত্রক করে তা খারিজ করে দেয় কমিশন। কমিশনের মতে, যাবতীয় বিল এতদিনে মিটিয়ে দেওয়া হলে সেগুলি একত্রিত করতে সময় লাগত। সুতরাং বিদেশ মন্ত্রক প্রধানমন্ত্রীদের বিদেশ সফরের ভাড়া বাবদ এয়ার ইন্ডিয়ার প্রাপ্য বিল সংক্রান্ত তথ্য আবেদনকারীকে দিতে হবে।

মুজফ্‌ফরপুরে গাড়িতে পিষে ৯ পড়ুয়ার মৃত্যু

উত্তপ্ত বিহার, মুখ্যমন্ত্রীকে টার্গেট তেজস্বীর

পাটনা/মুজফ্‌ফরপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি : বিহার বিধানসভার বাইরে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখাল বিরোধী দলগুলি। মুজফ্‌ফরপুরে ৯ পড়ুয়াকে পিষে মারার ঘটনায় এই বিক্ষোভ দেখানো হয়। প্রসঙ্গত, গত শনিবার এই ঘটনার সময় গাড়ি চালাচ্ছিলেন সীতামারির বিজেপি নেতা মনোজ বৈঠা। ফলে দুর্ঘটনার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে গেছে। ৯ শিশুকে পিষে মারার ঘটনায় বৈঠার বিরুদ্ধে সোমবার এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

বিরোধীরা এদিন দাবি করেন, কেন মনোজ বৈঠাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না। সেই সময় খবর ছড়িয়ে পড়ে মনোজ পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। কিন্তু কোন থানায় কখন তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন, সে সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেনি। ফলে সরকারকে চেপে ধরা হয়, মনোজ আত্মসমর্পণ করেছে কি না, তা জানানোর জন্য। কারণ আত্মসমর্পণ করলেই তাঁকে গ্রেফতার করা হোক, না হলে সে নেপালে পালাতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে বিরোধীরা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বা উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদী কেউই এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে চাননি। বিজেপির তরফে কাউকে ক্ষমা চাইতেও শোনা যায়নি। ফলে এই প্রশ্নে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিহার। আরজেডি নেতা ও বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব সরাসরি অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রীর দিকে। এই অভিযোগে তিনি বলেন, সরকার আসলে যাবতীয় অপরাধ গোপন করতে চাইছে। বিহারের বিরোধী দল আরজেডি অভিযোগ করে, এসইউবি চালাচ্ছিলেন মত্ত অবস্থায় এক বিজেপি নেতা। সেই বিজেপি নেতাকেই আড়াল করার চেষ্টা করছে নীতীশ কুমার সরকার।

বিহার সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু করে আরজেডি। যাদব সাংবাদিকদের বলেন, বিজেপি নেতা মত্ত অবস্থায় ৯ শিশুকে শুধু পিষেই মারেননি, গুরুতর আহত হয়েছে আরও ২০ জন। এই অভিযোগের পর তিনি আরজেডি বিধায়কদের নিয়ে রাজভবন অভিযান করেন। রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকের হাতে তুলে দেন একটি স্মারকলিপি।

এদিকে উপমুখ্যমন্ত্রী ও বিহার বিজেপি নেতা সুশীল মোদী সীতামারির বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, পুলিশের উচিত, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া। দোষী যদি বিজেপির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন, তবুও তাকে ছাড়া চলবে না বলেই দাবি করেন মোদী। এমনকি মুজফ্‌ফরপুর পুলিশকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান উপমুখ্যমন্ত্রী।

ইতিমধ্যে মিনাপুর পুলিশ থানার স্টেশন হাউস অফিসার সোনাপ্রসাদ সিং দাবি করেন, ধরমপুর গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ আনসারির অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবারই বিজেপি নেতা বৈঠার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, শনিবারের মর্মান্তিক ঘটনায় আনসারি তাঁর পাঁচ নাতি-নাতনীকে হারিয়েছেন। তিনি বৈঠার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এমনকি আনসারি তাঁর অভিযোগে স্পষ্ট বলেছেন, বিজেপির মহাদলিত সেলের জেনারেল সেক্রেটারি এবং সীতামারি জেলার বাসিন্দা মনোজ বৈঠাই ৯ পড়ুয়াকে পিষে মারার ঘটনায় আসল অপরাধী। রবিবার এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা তীব্র প্রতিবাদ জানান জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব রাজ্যজুড়ে এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য সব মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি টার্গেট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকেও। তেজস্বী এদিন বলেছেন, অবিলম্বে যদি বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ব্যবস্থা না নেন, তবে রাজ্যজুড়ে তাঁর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

যথারীতি এই ঘটনা নিয়ে রাজনীতির লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি ট্যুইট করে অভিযোগ করেছেন, বিহারকে নেশামুক্ত করা হয়েছে। অথচ ওই রাজ্যেই মত্ত অবস্থায় এক বিজেপি নেতা ৯ শিশুকে মেরে ফেললেন। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের দিকে তোপ দেগে রাহুল বলেছেন, 'নীতীশজি, আপনার রাজ্যে নেশামুক্তির কি এটাই আসল ছবি?' অন্যদিকে আরজেডিও অভিযোগ করেছে, সরকার যাই বলুক, মদের উপর তাদের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। না হলে ক্ষমতাসীন দলের এক নেতা এভাবে মদ্যপান করে ৯ পড়ুয়াকে পিষে মারতে পারতেন না। মুখ্যমন্ত্রীকে এর জবাব দিতে হবে।

সপ্তাহব্যাপী বয়কটের পর দিল্লিতে অফিসার-মন্ত্রী বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : দিল্লি সরকারের অফিসাররা সপ্তাহব্যাপী বয়কটের পর মঙ্গলবার বাজেট সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার একটি বৈঠকে যোগ দেন। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই তাঁর বাসভবনে মুখ্যসচিব অংশু প্রকাশকে দুই আপ নেতা শারীরিক নিগ্রহ করেছেন এই অভিযোগে মন্ত্রিসভার যাবতীয় বৈঠক তারা বয়কট করছিলেন। এমনকি মন্ত্রিদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও বন্ধ করেছিলেন। দিল্লির সরকারি কর্মীদের জয়েন্ট ফোরামের সঙ্গে বৈঠকের পর অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য পঙ্কজ কুমার মিডিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন, মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে তাঁরা যোগ দেবেন না। শুধুমাত্র বাজেট সংক্রান্ত বৈঠক বলে মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে তাঁরা যোগ দেন। মন্ত্রীদের সঙ্গে আগের মতোই টেলিফোনে কথা চলবে। জানা গেছে, মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যসচিবও যোগ দিতে পারেন বলে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল যতক্ষণ পর্যন্ত না মুখ্যসচিবকে শারীরিক নিগ্রহের জন্য লিখিতভাবে ক্ষমা চাইছেন, ততক্ষণ মন্ত্রিসভার কোনও বৈঠকে যোগ দেবেন না তাঁরা, একমাত্র ব্যতিক্রম বাজেট বৈঠক। এদিকে মুখ্যসচিব অংশু প্রকাশও মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে তাঁকে শারীরিক নিগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে অনুরোধ করেছেন।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির হাত ধরছেন না প্রশান্ত কিশোর

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : দেশের একমাত্র বিশিষ্ট পোল স্ট্র্যাটেজিস্ট প্রশান্ত কিশোর ২০১৯-এর পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনেও ভারতীয় জনতা পার্টির হাত ধরছেন বলে শোনা যাচ্ছিল। এ নিয়ে ইতিমধ্যেই রীতিমতো চর্চাও শুরু হয়। কিন্তু প্রশান্ত কিশোরের প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান পলিটিকাল অ্যাকশন কমিটি (আই-প্যাক) তা উড়িয়ে দিল। বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, প্রশান্ত কিশোর ও তাঁর টিম ২০১৪'র লোকসভা নির্বাচনের মতো ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনেও বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য স্ট্র্যাটেজি স্থির করবেন। কিন্তু মাত্র কয়েকদিন আগেই একাধিক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন প্রশান্ত কিশোর। আর সেখানেই আগামী সাধারণ নির্বাচনে বিজেপির হাত ধরার গুজবকে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

তবে কোনও কোনও মহলে এখনও এ নিয়ে সন্দেহ রয়ে গেছে। কারণ কিশোরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী একটি বাংলা নিউজ চ্যানেলকে জানিয়েছেন, বিজেপির সঙ্গে আগামী সাধারণ নির্বাচনে আই-প্যাক গাঁটছড়া বাঁধছে না বলে যে কথা বলা হচ্ছে, তার কোনও ভিত্তি নেই। ওই সদস্য আরও দাবি করেছেন, কিশোর অবশ্য সব বড় রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের সঙ্গেই যোগাযোগ রেখে চলছেন। কাজেই শুধু বিজেপির সঙ্গে তিনি আলোচনা চালাচ্ছেন একথা ভুল। তবে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রশান্ত কিশোরের যাত্রা শুরু হয় ২০১৪ সালে বিজেপির সঙ্গেই। ওই বছর এনডিএ'র বিশেষ করে বিজেপির পোল স্ট্র্যাটেজিস্ট ছিলেন তিনি। নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে বিজেপি। শোনা যায়, বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে কিশোর ও তাঁর টিম বিজেপির হয়ে কাজ করে। এই নির্বাচনের পর সারা দেশের কিশোরের পোল স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসেবে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। লোকসভা নির্বাচনের পর ২০১৫তে বিহারে নীতীশ কুমারের জনতা দল-সংযুক্ত'র সঙ্গে আরজেডি ও কংগ্রেসের জোট গড়ারও প্রধান কারিগর ছিলেন তিনি। ওই নির্বাচনেও নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে 'মহাগঠবন্ধন'ও সব জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে বিপুল সাফল্য পায়। বিজেপিকে রীতিমতো পিছনে ফেলেই এগিয়ে যায় জোট।

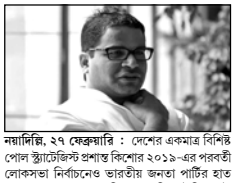

এরপর ২০১৭ পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে কিশোর ও তার টিম কাজ করেন কংগ্রেসের হয়ে। কার্যত আই-প্যাকের পরামর্শেই সেখানে ঘুরে দাঁড়ায় কংগ্রেস। বিরোধী দলগুলিকে ব্যাপক ভোটে হারিয়ে কংগ্রেস নেতা অমরিন্দর সিং ক্ষমতায় ফেরেন। উত্তর প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনেও কংগ্রেস-সমাজবাদী পার্টি জোট হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবে বলেও প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিশোর। এছাড়া তিনি প্রিয়াঙ্কা গান্ধিকেও প্রচারের মুখ করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোনও কথাই শোনেননি কংগ্রেস নেতৃত্ব। ফলে এই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান কিশোর। বর্তমানে আইটিসি অন্ধ্রপ্রদেশে ওয়াইএসআর কংগ্রেসের হয়ে কাজ করছে। পার্টি প্রধান জগমোহন রেড্ডির আশা, পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে এই দলই ক্ষমতায় আসবে। তবে লোকসভা নির্বাচনেও এবারও আগের বারের মতোই বিজেপির হাত ধরছেন কিশোর বলে যে গুঞ্জন শুরু হয়েছে, আই-প্যাক তা খারিজ করে দিল।

মথুরায় সোমবার সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মন্দিরে তীর্থযাত্রীরা লাঠমার হোলি খেলছেন।

পিএনবি কেলেঙ্কারি নিয়ে মোদী সরকারকে খোঁচা শত্রুঘ্ন'র

নয়াদিল্লি/পাটনা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : বিজেপি সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা সোমবার ফের খোঁচা দিলেন তাঁর দলের সরকারকে। এবার তাঁর খোঁচা দেওয়ার কারণ পিএনবি কেলেঙ্কারি। যে কাণ্ডে জড়িয়েছে নীরব মোদীর নাম। কেন্দ্রীয় সরকার কেন এই কেলেঙ্কারি নিয়ে এতদিন নীরব ছিল, সেই প্রশ্নও তুলেছেন শত্রুঘ্ন।

একের পর এক ট্যুইট করে শত্রুঘ্ন নরেন্দ্র মোদী সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যরা প্রত্যেকে নেহরুর জমানা থেকে কংগ্রেসের অপশাসনের সমালোচনা করে থাকে। আর এখন তারা পিএনবি কাণ্ডের জন্য অডিটরদের দোষ দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি সম্প্রতি পিএনবি কেলেঙ্কারির জন্য অডিটরদের দোষ দিয়েছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই শত্রুঘ্ন এই মন্তব্য করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। সিনহা আরও বলেছেন, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কের পরিচালন ক্ষমতা এবং অন্যান্য দায়িত্ব রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। কিন্তু এই কেলেঙ্কারির পর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ব্যাঙ্কের প্রকৃত অভিভাবক কে? গত চার থেকে ছয় বছর ধরে সরকারই বা কী করছিল?

বলিউডের অভিনেতা থেকে রাজনীতিতে চলে আসা শত্রুঘ্ন মোদী সরকারকে প্রথম দিন থেকেই নানাভাবে আক্রমণ করে আসছেন। তবে তাঁর সব আক্রমণেই লক্ষ করা যায় রসবোধ। এদিনও মোদী সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি উর্দু শায়েরি আউরেছেন। তবে মজার কথা হল, শত্রুঘ্নের কোনও অভিযোগেরই জবাব মেলে না প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর ঘনিষ্ঠদের কাছ থেকে।

ভারতের আমন্ত্রণ খারিজ মালদ্বীপের

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : ভারতের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ষোড়শ জাতীয় নৌচালনায় অংশগ্রহণের জন্য ভারতের আমন্ত্রণ অস্বীকার করল মালদ্বীপ। রাজনৈতিক অশান্তিতে টালমাটাল এই দ্বীপরাষ্ট্রটির তরফে অবশ্য কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার যুক্তিগ্রাহ্য কোনও কারণ দেখানো হয়নি। তবে সাউথ ব্লকের ধারণা, মালদ্বীপের বর্তমান রাষ্ট্রপতি আবদুল্লা ইয়েমেন ক্রমশ চিনের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। চিন মালদ্বীপকে সড়ক ও অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরিতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ দিয়েছে। সম্ভবত সেই কারণে ভারতের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে একদা ভারতবন্ধু এই দেশটি। প্রতি দু'বছর অন্তর ভারত এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। যৌথ নিরাপত্তা পর্যালোচনার জন্য ভারত মহাসাগর অঞ্চলে সব দেশের নৌবহরকেই এতে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

সরকারি পাবলিকেশনের অনলাইন ভার্সান প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি মঙ্গলবার প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় সরকারের এই পাবলিকেশন 'ইন্ডিয়া ২০১৮'। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতি ও উন্নয়ন কর্মসূচির কথা এই বাৎসরিক সরকারি পাবলিকেশনে জায়গা পেয়েছে। এই পাবলিকেশনের প্রিন্ট ও অনলাইন ভার্সান, দু'টোই প্রকাশ করেন তিনি। আপাতত ইংরাজি ও হিন্দি ভাষায় প্রকাশ করা হলেও ইরানি আশাপ্রকাশ করে বলেছেন, এ থেকে ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষ যাতে লাভবান হন, সেজন্য আগামী বছর থেকে সব ভারতীয় ভাষায় এটি প্রকাশ করা হবে।

তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টারে আগুন

হায়দরাবাদ, ২৭ ফেব্রুয়ারি : তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের হেলিকপ্টার থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন মুখ্যমন্ত্রী এই হেলকপ্টারে ছিলেন। তবে পুলিশের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, নিরাপত্তা কর্মীরা দ্রুত আগুনের উৎসটিকে বন্ধ করে দিতে সক্ষম হন। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

ঘটনার সূত্রপাত, মঙ্গলবার করিমনগর সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ। হায়দরাবাদ থেকে করিমনগরে যান মুখ্যমন্ত্রী। এই সময় তাঁর হেলিকপ্টার থেকে বিশ্রীভাবে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। ধোঁয়া বের হচ্ছিল বিএইচএফ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সেট থেকে। মুখ্যমন্ত্রী কে সি আরের সঙ্গে সফররত নিরাপত্তারক্ষীরা চপারের ধোঁয়া বেরনোর উৎসগুলি বন্ধ করে দেন। ফলে কোনও দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পান চপারের আরোহীরা।

পরে তেলেঙ্গানার তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী এবং কেসিআরের পুত্র কে টি রামারাও ট্যুইট করে জানান, চপারে আগুন দেখা গেলেও তাঁর বাবা অক্ষত আছেন। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর টিমকে চেকআপের পর ফের তাঁদের আরও একটি হেলকপ্টারে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় গন্তব্যের দিকে। তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশের হেলিকপ্টারের যে কোনওরকম ত্রুটিকেই অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। কারণ ২০০৯ সালে অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রাজাশেখর রেড্ডির হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাতেই মৃত্যু হয়। তিনি যখন হেলিকপ্টারে করে সফর করছিলেন, সেই সময়ই সেটি কুন্নুড় পর্বতের কাছে ভেঙে পড়ে।

মঙ্গলবার ছিল মেঘালয় বিধানসভা নির্বাচন। রি-ভই জেলার এনতিরগা বুথ থেকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে বেরিয়ে আসছেন খাসি আদিবাসী মহিলারা।

৮৭তম মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদকে

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের ৮৭তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হল শ্রদ্ধার সঙ্গে। ১৯৩১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে আর এক বিপ্লবীর বিশ্বাসঘাতকতায় মৃত্যুকে বরণ করে নেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ তাঁকে ঘিরে রেখেছিল সশস্ত্র পুলিশ। কিন্তু তাদের কাছে ধরা দিতে রাজি ছিলেন না চন্দ্রশেখর আজাদ। তাই ছোট্ট পিস্তলটি কপালে ঠেকিয়ে নিজের মাথায় গুলি করেন। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। ব্রিটিশ পুলিশ যাতে কখনও তাঁকে গ্রেফতার করতে না পারে তাই এভাবেই মৃত্যুবরণ করেন মহাবিপ্লবী। ভারত হারায় তার এক মহানায়ককে। জাতির জন্য তাঁর এই আত্মবলিদান আজও মনে রেখেছেন দেশবাসী। তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় আজাদকে।

১৯০৬ সালের ২৩ জুলাই মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়া জেলার ভাবরা গ্রামে জন্ম চন্দ্রশেখর আজাদের। বাবা ছিলেন পণ্ডিত মানুষ। পণ্ডিত সীতারাম তিওয়ারি ও জাগরণী দেবীর পুত্র আজাদও পণ্ডিত হবে বলেই গ্রামের মানুষ ধরে নিয়েছিল। গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক পাঠ শেষ করে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বেনারসে যান। সেখানে ভর্তি হন সংস্কৃত পাঠশালায়। সে সময় মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে দেশে শুরু হয়েছে অহিংস, অসহযোগের মতো আন্দোলন। জেগে উঠেছে সারা দেশ। সেই আন্দোলনে যোগ দেন চন্দ্রশেখর আজাদও। তাঁকে গ্রেফতার করে হাজির করা হয় বারাণসীর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে। সেখানে নিজের ও বাবা-মা'র নাম জিজ্ঞাসা করলে চন্দ্রশেখর উত্তর দেন, তাঁর নিজের নাম আজাদ, বাবার নাম সতন্ত্র এবং তাঁর বাড়ি হচ্ছে কারাগার। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে ২৫ বছরের জন্য জেলে পাঠান। এরপর জেল থেকে ছাড়া পেয়েই তিনি অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নানাবিধ বৈপ্লবিক কাজকর্মের জন্য তিনি ইতিমধ্যেই দেশের বিপ্লবী সংগঠনগুলির নজর কেড়েছিলেন। বিপ্লবীদের প্রতি আকর্ষণই তাঁকে টেনে নিয়ে যায় হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনে। আজাদ যোগ দেওয়ার পর এই বিপ্লবী সংগঠনের নতুন নামকরণ করা হয় হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি। প্রতিষ্ঠাতা রামপ্রসাদ বিসমিলের মৃত্যুর পর আজাদ এবং রোশন সিং, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ি ও আসফাউল্লা খান এই সংগঠনের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। আজাদ জড়িত ছিলেন কাকরি ষড়যন্ত্রেও (১৯২৬)। এই সময় তিনি ভাইসরয়ের ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এছাড়া দিল্লি বিধানসভাতে বোমা বিস্ফোরণের জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন। যা দিল্লি ষড়যন্ত্র নামে পরিচিত। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলাতেও জেলে যান তিনি। এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কটির নতুন নামকরণ হয়েছে আজাদ পার্ক। প্রতি বছর জন্মদিন ও মৃত্যুদিনে এই পার্কেও শ্রদ্ধা জানানো হয় আজাদকে।